রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বরিবার, ডিসেম্বর ২৮, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ পৌষ ১৪২১/২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নম্বরঃ ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৩.৪০৯—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জেনোম বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

২। বাংলাদেশের কৃতী সন্তান মাকসুদুল আলম ১৯৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিন আহমেদ ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর একজন কর্মকর্তা। স্বাধীনতার পর মাকসুদুল আলম উচ্চ শিক্ষার্থে রাশিয়ায় যান। তিনি মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট থেকেও প্রাণরসায়নে পিএইচডি করেন। তিনি মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি, রাশিয়ার বিজ্ঞান একাডেমি, ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট এবং ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানোয়াস্থ হাওয়াই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং সেখানকার এডভান্সড স্টাডিজ ইন জেনোমিক্স, প্রোটিওমিক্স এন্ড বায়োইনফর্মেটিক্স-এর ডিরেক্টর।

৩। ২০০০ সালে ড. মাকসুদুল আলম ও তাঁর সহকর্মী রেন্ডি লারসেন প্রাচীন জীবাণুতে মায়োগ্লোবিনের মত নতুন ধরনের এক প্রোটিন আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের সুবাদে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হাওয়াইয়ান পেঁপের জিন নকশা উন্মোচনের জন্য নিযুক্ত হন এবং অতঃপর মালয়েশিয়ায় রাবারের জিন নকশা উন্মোচনের কাজেও সফলতা অর্জন করেন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৪। প্রফেসর মাকসুদুল আলম বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের জুট জেনোম সিকোয়েন্সিং প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালে তোষা পাটের জিন নকশা আবিষ্কৃত হয়। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটের জেনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। পাটের 'জেনোম কোড' বা জন্মরহস্য উন্মোচন কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাফল্য। এর ফলে দেশে পাটের উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি এবং পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, তিনি এক ধরনের ছত্রাকের জীবন রহস্যও উন্মোচন করেছেন।

৫। 'ন্যাচার'সহ পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে ড. মাকসুদুল আলমের ৭৮টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৮৭ সালে জার্মান সাইন্স ফাউন্ডেশন-এর 'Humboldt Research Fellow'; ১৯৯৭ সালে 'NIH Shannon Award' এবং ২০০১ সালে হাওয়াই ইউনিভার্সিটির 'Excellence of Research Award' সম্মাননায় ভূষিত হন। তাঁর মৃত্যুতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষত কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

৬। প্রফেসর মাকসুদুল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৮ পৌষ ১৪২১/২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জেনোম বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলমের মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ০৮ পৌষ ১৪২১/২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০৮ পৌষ ১৪২১ / ২২ ডিসেম্বর ২০১৪

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জেনোম বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

বাংলাদেশের কৃতী সন্তান মাকসুদুল আলম ১৯৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিন আহমেদ ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর একজন কর্মকর্তা। স্বাধীনতার পর মাকসুদুল আলম উচ্চ শিক্ষার্থে রাশিয়ায় যান। তিনি মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট থেকেও প্রাণরসায়নে পিএইচডি করেন। তিনি মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি, রাশিয়ার বিজ্ঞান একাডেমি, ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট এবং ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানোয়াস্থ হাওয়াই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং সেখানকার এডভান্সড স্টাডিজ ইন জেনোমিক্স, প্রোটিওমিক্স এন্ড বায়োইনফর্মেটিক্স-এর ডিরেক্টর।

২০০০ সালে ড. মাকসুদুল আলম ও তাঁর সহকর্মী রেন্ডি লারসেন প্রাচীন জীবাণুতে মায়োগ্লোবিনের মত নতুন ধরনের এক প্রোটিন আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের সুবাদে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হাওয়াইয়ান পেঁপের জিন নকশা উন্মোচনের জন্য নিযুক্ত হন এবং অতঃপর মালয়েশিয়ায় রাবারের জিন নকশা উন্মোচনের কাজেও সফলতা অর্জন করেন।

প্রফেসর মাকসুদুল আলম বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের জুট জেনোম সিকোয়েন্সিং প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালে তোষা পাটের জিন নকশা আবিষ্কৃত হয়। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটের জেনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। পাটের 'জেনোম কোড' বা জন্মরহস্য উন্মোচন কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাফল্য। এর ফলে দেশে পাটের উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি এবং পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, তিনি এক ধরনের ছত্রাকের জীবন রহস্যও উন্মোচন করেছেন।

'ন্যাচার'সহ পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে ড. মাকসুদুল আলমের ৭৮টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৮৭ সালে জার্মান সাইন্স ফাউন্ডেশন-এর 'Humboldt Research Fellow'; ১৯৯৭ সালে 'NIH Shannon Award' এবং ২০০১ সালে হাওয়াই ইউনিভার্সিটির 'Excellence of Research Award' সম্মাননায় ভূষিত হন। তাঁর মৃত্যুতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষত কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

মন্ত্রিসভা প্রফেসর মাকসুদুল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd